সদ্ভাব কুসুম

BANGLADARSHAN.COM

রজনীকান্ত সেন

চন্দ্র ও সূর্য

পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে চাঁদ উঠে পূবে,
পশ্চিমের আকাশেতে সূর্য যায় ডুবে।
উঁকি মেরে চাঁদ কয় সূর্য পানে চেয়ে,
“ওগো সূর্য্যি মামা! কোথা চলিয়াছ ধেয়ে?

এতক্ষণ পোড়া জীবে পোড়াইয়া ধীরে,
শরীরের জ্বালা বুঝি নিভাইতে নীরে
সাগরে ডুবিয়াছ? ভাল, উঠিও না আর,
আমি আসিতেছি, তাপ জুড়াতে ধরার।

আমার শীতল জ্যোৎস্না পেয়ে জীবগণ,
হয়ে থাকে অবিরল আনন্দে মগন।
অবোধ সরল শিশু মা’র কোলে থেকে,
“আয় চাঁদ, আয় চাঁদ” বলে মোরে ডাকে।

BANGLADARSHAN.COM

সহসা চকোর উড়ে মোর দেখা পেয়ে,
কি আনন্দ পায় তারা মোর সুধা খেয়ে!
“সুধাকর” নাম মোর, করি সুধা দান’
‘তপন’ তোমার নাম, দগ্ধ কর প্রাণ।

‘শশধর’ নাম মোর কেমন সুন্দর;
‘মার্তণ্ড’ তোমার নাম অতি ভয়ঙ্কর!
তোমারে দেখিলে কেহ, চক্ষু হয় অন্ধ;
আমার শীতল মূর্তি দর্শনে আনন্দ।

তোমার কিরণস্পর্শে অবিরত ঘর্ম,
পিপাসায় প্রাণ যায়, দগ্ধ হয় চর্ম।
তোমারে দেখিয়া সবে গৃহেতে লুকায়,
ভাবে, কতক্ষণে এটা অস্ত যাবে, হায়!

যাইতেছ ডুবে যদি, যাও নমস্কার।–
একেবারে যাও, মামা, জ্বালায়ো না আর।

সূর্য কহে ধীরে ধীরে রাঙ্গা মুখে হেসে,
“এমন পণ্ডিত আর আছে কোন্ দেশে?

আমি আছি, তাই বাঁচে জীবনের জীবন,
হাতে বাতে প্রাণ দেয় আমার কিরণ।
পৌষমাসে যৎসামান্য দক্ষিণেতে সরি,
শীতে মৃতপ্রায় জীব,—কম্প থরথরি।

আমার কিরণ পেয়ে বাঁচে যত তরু,
নতুবা এ ধরা হ’ত অনুর্বর মরু।
ফল, ফুল, লতা, গুল্ম, শস্য অগণন,
করি অঙ্কুরিত, করি বর্ধন, পালন।

তাই খেয়ে, তাই পেয়ে, জীবের বড়াই,
আমিই মেঘের জল ধরায় ছড়াই।
গিরি-শিরে অবিরত গলাই তুষার,
তাই প্রাণিগণ পায় শীত জলধার।

BANGLADARSHAN.COM

আমি না উদিলে, আর নাহি চলে বায়ু,
মুহূর্তে জীবের শেষ হ’য়ে যায় আয়ু।
আরে মূর্খ! কোন্ সুখে মোরে “মামা” কহ?
নাহি জান, আমি যে তোমার পিতামহ?

সে দিনের শিশু তুমি, বয়স বা কত,
এর মধ্যে ধরিয়া গুরুনিন্দা-ব্রত?
নাম নিয়ে কেন কর এত কথা ব্যয়?
নামের গৌরব বাড়ে গুণ যদি রয়।

শান্ত ছেলেটিকে যদি “দুষ্ট” ব’লে ডাকে,
ডাকিতে ডাকিতে ছেলে মন্দ হয় না কি?
পণ্ডিতের নাম যদি রাখি ‘বোকারাম’,
মূর্খ হয়ে যায় নাকি? পায় না প্রণাম?

বালকের নাম যদি রাখি ‘বৃদ্ধ রায়’,
শৈশবেই চুল তার সাদা হয়ে যায়?

অন্ধপুত্রে যদি ডাকি ‘পদ্মনেত্র’ ব’লে,
দৃষ্টিশক্তি পায় সে কি শুধু তারি ফলে?

গায়ের কলঙ্ক বুঝি দেখিতে না চাও?
তাই নিষ্কলঙ্কে নিন্দা করে সুখ পাও?
তুমি না থাকিলে চাঁদ কি বিশেষ ক্ষতি?
আমা ভিন্ন এ ধরার কি হইত গতি?

যে আলোর তুমি এত কর অহঙ্কার,
সে আলো তো মোর কাছে করিয়াছ ধার।
যার ধনে ধনী তুমি, তারি নিন্দা কর?
উদিত হ’য়ো না, শিশু জলে ডুবে মর।”

BANGLADARSHAN.COM

অশ্ব ও গাভী

হরিদত্ত নামে ধনী, নবগ্রামবাসী,
গোশালা ও অশ্বশালা গড়ে পাশাপাশি।
প্রত্যহ সায়াহ্নে সেই ধনীর নন্দন,
অশ্বশালে অশ্ব আনি' করিত বন্ধন।

গোশালায় গাভী ছিল পরম যতনে,
বসিয়া থাকিত সাঁঝে, রত রোমন্থনে।
এক নিশা দ্বিপ্রহরে অশ্ববর ধীরে
দুঃখের নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিছে গাভীরে–

"শুন, গাভী, মম সম দুঃখী কেহ নাই,
কোন্ পাপে অশ্ব হয়ে জন্ম, ভাবি তাই।
শতবার দেই আমি অদৃষ্টে ধিক্কার,
লক্ষবার নিন্দি মানবের অবিচার।

BANGLADARSHAN.COM

ভোরে মোরে ছুঁড়ে দেয়, ভারী গাড়িখানা,
সন্ধ্যায় বিরাম! জোর হয় গাড়ি-টানা।
মাঝে মাঝে রাত্রিতেও পাইনা নিস্তার,
অবিরত কশাঘাত শ্রম-পুরস্কার।

শ্রান্তিবশে একটুকু থামি যদি কভু,
কঠিন প্রহার, করে নিরদয় প্রভু।
পিঠ ফেটে রক্ত বয়ে যায় কতবার,
তবু কশাঘাত করে, কে করে বিচার?

বদনেতে রশ্মি দিয়া টানে এত জোরে,
জিহ্বা কেটে যায়, তবু টানে তাই ধ'রে।
তথাপি উদর পূরে খাইতে না পাই,
পেটে খেলে পিঠে সয়, তাও মোর নাই।

আমার সহিস-প্রভু, মোর ছোলা থেকে,
অর্ধেক সরান, প্রাণ ফেটে যায় দেখে।

আমাদের কথা যদি বুঝিত মানব,
হ’তে পারিত না এত নিঠুর দানব।

মাঝে মাঝে কণ্ঠাগত হয়ে আসে প্রাণ,
ভাবি, বাঁচি অশ্বলীলা হ’লে অবসান।
তুমি, গাভী, কত সুখে জীবন কাটাও
বিনাশ্রমে, মহাযত্নে ব’সে ব’সে খাও।

প্রহারের পরিবর্তে পাও মহাদর,
তোমারে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে নর।
কত ভক্তিভরে প্রভু করে তব সেবা,
পশুমধ্যে তব সহ সুখী আছে কেবা?”

শুনি’ দুঃখে হাসি’ গাভী করিছে উতর,
“আমার বেদনা শুধু জানেন ঈশ্বর।
তুমি কাঁদিতেছ, অশ্ব, প্রহার-ব্যথায়,
চিত্তে যদি সুখ থাকে, মার সহা যায়!

BANGLADARSHAN.COM

অনাহার, প্রহার বা অতি পরিশ্রম,
এ হ’তে আমার-দুঃখ দারুণ বিষম!
ঐ দেখ, অশ্ববর আমারি কুটীরে,
বাঁধিয়া রেখেছে মোর শিশু বৎসটিরে।

আমি আছি তিন হাত মাত্র দূরে বাঁধা,
দিবস-যামিনী মোর সার শুধু কাঁদা।
ক্ষুধায় আকুল বাছা, জিজ্ঞাসে না কেহ,
বাঁট-ভরা দুধ মোর, বুক-ভরা স্নেহ!

সারা রাত্রি বাছা মোর ‘মা মা’ বলে ডাকে
ক্ষুধায় দুর্বল হয়ে ভূমে পড়ে থাকে।
দু’জনায় দু’জনার মুখ পানে চাই,
বিফল রোদনে, অশ্ব, যামিনী পোহাই।

প্রত্যহ প্রভাতে পাই প্রভুর দর্শন,
সে দৃষ্টি এ প্রাণে করে গরল বর্ষণ।

দক্ষিণে দোহন-পাত্র, বাম হাতে কেঁড়ে,
আসিয়া বাছুর দেয় একবার ছেড়ে।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বৎস পাগল হইয়া,
দুধ খেতে আসে মোর বাঁটে মুখ দিয়া।
দু'টি মাত্র টান দিতে সে পাষাণ প্রাণে
নাহি সহে, বাছার বদন ধ'রে টানে।

তখনি সরায়ে নিয়া ধ'রে রাখে কাছে
তা' দেখে কি অভাগিনী মা'র প্রাণ বাঁচে?
সব দুধটুকু মোর টানিয়া দোহায়,
ভাবি, হায়, কেন কাল-যামিনী পোহায়?

কাছে দাঁড়াইয়া বাছা 'হায়, হায়' করে
'মা, মা' বলে ডাকে, আর আঁখিজল ঝরে।
নিঠুর যখন দেখে দুধ নাই বাঁটে
ছেড়ে দেয় তারে, বাচ্ছা শুষ্ক বাঁট চাঁটে।

BANGLADARSHAN.COM

সবে চলে যায়, মোরা দুইজনে কাঁদি,
নীরবে সকলি সহি, বিধি প্রতিবাদী।
পূর্বজন্মে কার মা'কে দিয়েছিনু ক্লেশ,
তারি এ কঠোর শাস্তি, জেনেছি বিশেষ।"

রাজপুত্র ও ঋষিপুত্র

পুরাকালে ছিল এক রাজার নন্দন,
মহিষীর একমাত্র আনন্দ-বর্ধন।

অতি আদরের ছেলে, শিশুকাল হ'তে,
অঙ্গ ঢেলে দিয়েছিল বিলাসের স্রোতে।
কখনো ছিল না কোন সুখের অভাব,
যেমন ঐশ্বর্য তার তেমনি প্রতাপ।

একদা প্রত্যুষে, পরি' মৃগয়ার সাজ,
সৈন্য ল'য়ে মৃগয়ায় যান যুবরাজ।
গহনে মৃগের পিছু ছুটি অনিবার,
পথ হারাইল সাঁঝে, রাজার কুমার।

BANGLADARSHAN.COM

পরিশ্রান্ত অতিশয় তৃষ্ণায় কাতর।
অন্ধকার হয়ে আসে ক্রমে গাঢ়তর।
বিষণ্ণ বিহ্বল-চিত্ত নৃপের নন্দন,
দ্রুতপদে করে এক তরু আরোহণ।

অনিদ্রায় অনাহারে পোহাইল রাতি,
প্রভাতে বনের পাখি গাহিল প্রভাতী।
অবরোহি' তরু হ'তে, পথ-অন্বেষণে,
ভ্রমিতে লাগিল বনে চঞ্চল চরণে।

হেনকালে দেখা এক ঋষিপুত্র সাথে,
সে যায় তুলিতে ফুল, ফুলসাজি হাতে।
রাজপুত্র কহে ডাকি, "কে? কোথায় যাও?
প্রাণ যায়, এক বিন্দু জল মোরে দাও।"

ঋষিপুত্র যত্নে ল'য়ে যায় যুবরাজে,
সুপবিত্র, শান্তিময় তপোবন-মাঝে।
জল দিয়া যুবরাজে আদরে বসায়,
জিজ্ঞাসে, 'কি নাম ধর, বসতি কোথায়?"

রাজপুত্র নাহি দেয় কথার উত্তর,
ঋষিদের দশা দেখে ব্যথিত অন্তর।
অবশেষে কহে, ঋষিপুত্রেরে সম্ভাষি,–
“আজ্ঞা পেলে, দু’টি কথা তোমারে জিজ্ঞাসি।

কি হেতু কঠোর শাস্তি হ’য়েছে তোমার?
আলো ভাল নয়? ভাল বনের আঁধার?
গাছের পাতায় ঢাকা একখানি কুঁড়ে,
ঝড়ে উড়ে যেতে পারে, যেতে পারে পুড়ে।

সুখের নাহিক চিহ্ন, আছ কোন্ সুখে?
পায়স মিষ্টান্ন বুঝি নাহি যায় মুখে?
কটূ তিক্ত ফল খেয়ে ক্ষুধা হয় দূর?
ওটা কি? হায় রে দশা! কুশের মাদুর?

ওই শয্যা? পরিধান করেছে বাকল?
বস্ত্র নাহি জুটে? কিম্বা হ’য়েছে পাগল?
শত-ছিদ্র এ কুটীর; ঘোর বরষায়?
পড়ে না বৃষ্টির ধারা? শুয়ে থাকা যায়?

BANGLADARSHAN.COM

প্রজ্জ্বলিত অগ্নি মাত্র শীতের সম্বল?
অন্য থাক, একখানা জোটে না কম্বল?
এত ক্লেশ ক’রে যার কর আরাধনা,
তার কাছে কিছুই কি চাহিতে পার না?

আরো ভেবে দেখ, যদি মরণের পরে
পরকাল নাহি থাকে? পণ্ডশ্রম করে
মিথ্যা আশা বুকে ল’য়ে সাধিতেছ কত
ভয়ানক ক্লেশকর, সুকঠোর ব্রত;

না খেলে মধুর খাদ্য রসনা-তোষণ,
না পেলে বিলাস দ্রব্য, বসন-ভূষণ।
গীত, বাদ্য, রসালাপ লেখেনি ললাটে,
মানুষের জীবন কি এই ভাবে কাটে?

পরকাল না থাকিলে দুঃখ মাত্র সার,
নিষ্ফল জীবনে তব, সহস্র ধিক্কার।
কে দেখেছে পরকাল, আছে কি বিশ্বাসঃ
ঘোর অন্ধকার সব ফুরালে নিঃশ্বাস”

ধীরভাবে ঋষিপুত্র শ্লেষবাক্য শুনে
বলে শেষে, “রাজা তুমি কহ কোন্ গুণে?
যৌবনেই যার হেন বুদ্ধি-বিপর্যয়,
সুশাসন তার ভাগ্যে নাহিক নিশ্চয়।

যে সব বিলাস-দ্রব্য কভু নাহি চাই,
তাহার অপ্রাপ্তি-হেতু দুঃখ কিছু নাই।
মানবের সুখ দুঃখ জনমে অন্তরে,
সেই দুঃখী, সদা যে অভাব বোধ করে।

বসন, ভূষণ কিম্বা খাদ্য সুরসাল,
যে না চাহে, তার বল কিসের জঞ্জাল?
আমি যদি সুখী হই বনফল খেয়ে,
কি ফল, এ কানে মিষ্টান্নের গুণ গেয়ে?

BANGLADARSHAN.COM

পরকাল আছে কি না দেখে নাই কেহ,
যদি বল সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ;
না-ই যদি থাকে, তাতে মোর দুঃখ নাই,
যদি থাকে, তোমার কি গতি হবে, ভাই?

প্রজার বুকের রক্ত করিয়া শোষণ,
শত শত দরিদ্ররে করায়ে রোদন,
শত মিথ্যা প্রবঞ্চনা, শত অবিচারে,
যে অর্থ তুলিছ তুমি রাজ-ধনাগারে–

তাই দিয়া কিনিয়াছ এ ক্ষণিক সুখ,
বৃথা অহঙ্কারে ফুলে উঠিয়াছে বুক!
যে দিয়াছে এই সুখ বিলাস সম্পদ
ভ্রমে চিন্তা নাহি কর তাঁহার শ্রীপদ।

পরকাল যদি থাকে তবে কোথা যাবে?
সমস্ত পাপের শাস্তি একে একে পাবে।
তাই বলি, নৃপসুত, তুমিই নির্বোধ,
কোথায় তোমার শান্তি, কোথায় প্রবোধ?

পাপে ডুবে যেই নিজে সুখী মনে করে,
ক্ষণিক বিলাসে মজে না ডাকে ঈশ্বরে,
তারে কভু বুদ্ধিমান বলা নাহি যায়,
ভাব গিয়া, কি প্রভেদ তোমায় আমায়!”

BANGLADARSHAN.COM

গুরু ও শিষ্য

গুরুগৃহে করি’ শাস্ত্রপাঠ-সমাপন
বন্দিয়া বণিক-পুত্র গুরুর চরণ,

ধীরে ধীরে, সবিনয়ে কহে মৃদুভাষে,
“অনুমতি হয় যদি, যাই নিজ বাসে;
কিন্তু এর ভিক্ষা আছে, চরণের দাস
সামান্য দক্ষিণা দিতে করে অভিলাষ।”

গুরু হাসি কহে, “বৎস, দক্ষিণা কি হবে?
আমার অভাব কিছু নাহি এই ভবে।”
শিষ্য বলে, কান্তি তব কাঞ্চন-সন্নিভ,
দু’গাছি সোনার বালা পরাইয়া দিব।

সোনার শরীয়ে সোনা মানাইবে ভাল,
রূপের ছটায় হবে তপোবন আলো।”
গুরুদেব বলে, “বৎস, তাই যদি সাধ,
দিয়ে যেয়ো, বাসনায় না সাধিব বাধ।”

কিছুদিন পরে সেই বণিক-নন্দন,
স্বর্ণবালা ল’য়ে করে চরণ-বন্দন:
স্বহস্তে গুরুর হাতে দিয়া পরাইয়া,
হেরিল দেহের, শোভা নয়ন ভরিয়া।

শেষে কহে, “গুরুদেব, দু’গাছি বলয়,
হারাইয়া ফেল যদি, এই মম ভয়?”
গুরু কহে, “বৎস, আমি প্রতিজ্ঞা না করি,
হারাইতে পারে, কেহ নিতে পারে হরি”;

তুমি তো সকলি জান, আমি উদাসীন,
সর্ববিধ ধনরত্নে কামনা-বিহীন।
তথাপি শিষ্যের দান গুরুর নিকটে,
যথাযোগ্য যত্ন, আর আদরের বটে।

BANGLADARSHAN.COM

সাধ্যমত যত্ন করি রাখিব বলয়,
তথাপি জানিও, দৈব কারো বশে নয়।”
আনন্দে বণিক-পুত্র প্রণমিয়া পদে,
ফিরি’ গেল নিজ গৃহে, কাননের পথে।

কিছুদিন পরে, পুনঃ গুরু-সন্দর্শন–
অভিলাষে, বনে আসে বণিক-নন্দন।
চরণে প্রণমি’ দেখে দাঁড়াইয়া কাছে,
এক হাতে বালা নাই, এক হাতে আছে;

বিষাদে কহিল, “গুরু, বালা কি করিলে?”
গুরু কহে, “পড়ে গেছে সরসী-সলিলে।
স্নান-হেতু নেমেছিনু সরোবর-জলে,
অকস্মাৎ বালাগাছি প’ড়ে গেল তলে”

বণিক-নন্দন কহে জোড় করি’ কর,
“সুন্দর বলয় সে যে, মূল্যও বিস্তর।
কোন্ স্থানে পড়িয়াছে দেহ দেখাইয়া,
খুঁজে দেখি একবার জেলে নামাইয়া।”

অনুরোধে যান গুরু অনিচ্ছায় ধীরে,
উভয়ে দাঁড়ান গিয়া সরোবর-তীরে।
শিষ্য কহে, “কোন্ স্থানে পড়েছে বলয়?”
অবশিষ্ট বালাগাছি গুরু খুলে লয়,–

“ওই স্থানে পড়িয়াছে” ধীরে গুরু বলে,
সে গাছিও ছুঁড়ে ফেলে সরোবর-জলে।
দু’গাছি বালা-ই গেল, ভাবে শিষ্য দুখে,
দু’গাছি বালাই গেল, ভাবে গুরু সুখে।

BANGLADARSHAN.COM

কৃষ্ণদাস ও দেবদূত

পরম বৈষ্ণব এক কৃষ্ণদাস নামে,
বসতি করিত নবকৃষ্ণপুর গ্রামে।

প্রতিদিন ন্যূন-কল্পে একটি অতিথি
ভোজন করা'ত, তার ছিল চিররীতি।
অভুক্ত রহিত নিজে অতিথি না পেলে,
নিজে খে'ত, অতিথি আহার ক'রে গেলে।

এই ব্যবহার তার ছিল আজীবন,
ভ্রমেও হ'তনা কভু নিয়ম-লঙ্ঘন।
বিধাতার ইচ্ছা কিবা বলা নাহি যায়,
একদিন কৃষ্ণদাস অতিথি না পায়।

যারে পথে দেখে, তারে কহে কর-জোড়ে,
"একবার মম বাসে এস দয়া ক'রে;
দরিদ্রের দু'টি অন্ন মুখে দিয়ে যাও,
অনাহারে আছি আমি, জীবন বাঁচাও।"

BANGLADARSHAN.COM

এরূপে সমস্ত দিন যাচি' প্রতিজনে,
সন্ধ্যায় একাকী গৃহে ফিরে ক্ষুণ্ণমনে।
কেহ বলে "কাজ আছে, বড় তাড়াতাড়ি,"
কেহ বলে, নাহি খাই বৈষ্ণবের বাড়ি"

কেহ বলে, "এখনি এলাম ভাত খেয়ে,"
কেহ নিরুত্তর, ব্যস্ত, চলিয়াছে ধেয়ে।
সম্মুখে প্রস্তুত অন্ন, ভাবে কৃষ্ণদাস,
"প্রভু আজ দিয়াছেন মোরে উপবাস।"

রাত্রি দ্বিপ্রহরে যবে নীরব অবনী,
দুয়ারে শুনিল, স্পষ্ট করাঘাত-ধ্বনি।
ব্যস্ত হয়ে কৃষ্ণদাস খুলে দেয় দ্বার,
ক্ষুধার্ত অতিথি এক মাগিছে আহার।

ভাবে, “প্রভু এতক্ষণে করেছেন কৃপা,
জুড়ায়ে গিয়াছে অন্ন, খাওয়াইব কিবা!”
সমাদরে অতিথিরে বসায়ে আসনে,
অন্ন আনি’ দিল তারে পরম যতনে।

সম্মুখে যেমন অন্ন রাখে কৃষ্ণদাস,
অতিথি বদনে দেয় বড় বড় গ্রাস।
ইষ্টদেবে নিবেদন করিল না দেখে’
কৃষ্ণদাস একেবারে অগ্নিশর্মা রেগে;

বলে “তুই কোথা হ’তে আইলি? আ-মর্!
দেখি নাই তোর মত পাষণ্ড পামর।
তোর মত ধর্মহীন, পাতকী, পাগল
খাওয়াইলে, কিছুবা নাহি হবে ফল।

যাঁর করুণায় এ ক্ষুধার সময়
পাইলি আহার, তাঁরে মনে নাহি হয়?
ওঠ্ তুই, তোর আর খেয়ে কাজ নাই,
অভুক্ত রহিব আমি, অতিথি না চাই।”

BANGLADARSHAN.COM

এত কহি’ এক চড় মারে তার গলে,
উঠিল অতিথি, ভাত প’ড়ে র’ল থালে।
অভিমানে চ’লে গেল, ফিরিল না আর,
কৃষ্ণদাস ক্রোধভরে রুদ্ধ করে দ্বার।

এমন সময়ে, এক দেবদূত এসে,
দাঁড়াল সম্মুখে সাধু-উদাসীন-বেশে।
দূত কহে, “কৃষ্ণদাস, কি করিলে হায়!
ক্ষুধার্তের অন্ন নাকি কেড়ে নে’য়া যায়?

পাঠাইল প্রভু মোরে তোমার সকাশে।
ব’লে দিল, ‘সাবধান কর কৃষ্ণদাসে;
পূর্বকৃত সুবিমল পুণ্য করি নাশ,
গভীর পাপের পঙ্কে ডুবে কৃষ্ণদাস।’

যে প্রভুর অন্ন, পাপী করিছে ভোজন,
কোনদিন করে নাই তাঁরে নিবেদন,
তথাপি দয়াল তার আহার যোগান,
দয়া ক'রে চিরকাল ক্ষমা করে যান।

কেন বিপরীত বুদ্ধি হইল তোমার?
এ অন্নে তোমার, বল, কোন, অধিকার?
তুমি প্রতিনিধি মাত্র দয়াল প্রভুর,
তুমি তাড়াইলে কেন ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর?

দয়ালের অন্ন এ যে, তোমার তো নয়,
তাঁর চিরকাল সহে, তোমার না সয়?
চিরকাল ক্ষমা তিনি করি'ছেন এ'রে।
তুমি দিলে তাড়াইয়া, গালে চড় মেরে?

তবু ভুমি ভৃত্য মাত্র,—মালিক তো নহ,
একদিন মাত্র, তাই তোমার দুঃসহ?
শীঘ্র যাও, ক্ষুধিতেরে আন ফিরাইয়া,
আহার করাও তারে আদর করিয়া।

অসীম দয়াল প্রভু, ক্ষমার নিবাস,
হেরি' ক্ষমা শিক্ষা কর, ভ্রান্ত কৃষ্ণদাস।"
লজ্জা পেয়ে, অনুতাপে, কৃষ্ণদাস ধায়,
অতিথি ফিরায়ে এনে আহার করায়।

BANGLADARSHAN.COM

পিতা ও পুত্র

রামদাস প্রতিদিন গিয়া পাঠশালে,
পড়া হইত না ব’লে, চড় খে’ত গালে।
বিশেষতঃ ঠেকে যে’ত কড়ায় গণ্ডায়,
প্রমাদে পড়িত বড়, অঙ্কের ঘণ্টায়।

নিত্য হারাইত তার অঙ্ক-কষা খাতা;
অঙ্কের সময়, নিত্য ধরে তার মাথা।
শিক্ষকেরে মাঝে মাঝে মিথ্যা কথা ক’য়ে,
ছুটি নিয়ে যে’ত রাম, প্রহারের ভয়ে।

আজ তার পেট-ব্যথা, কাল মাথা-ধরা;
ছুতো ধ’রে কোন মতে চাই স’রে পড়া।
স্কুলে যেতে পথে যদি কভু বৃষ্টি হয়,
ভিজাইয়া নিত গাত্র-বস্ত্র সমুদয়।

BANGLADARSHAN.COM

ভিজে বস্ত্র দেখি’ দিত শিক্ষকেরা ছুটি;
বাহিরে আসিয়া রাম হেসে কুটি-কুটি।
কভু বা বলিত আজ মা’র বড় জ্বর,
বলেছেন ছুটি নিয়ে যাইতে সত্বর।”

পিতার অসুখ ব’লে কভু ছুটি নিত,
বাড়িতে না ফিরি’, পথে খেলে বেড়াইত।
কোন দিন, “ভাত খেয়ে আসি নাই” ব’লে,
ছুটি নিয়ে রামদাস বাড়ি যেত চ’লে।

এইরূপে বেড়ে গেল ছুটি-নেওয়া রোগ;
কিন্তু কয় দিন রয় হেন শুভ-যোগ?
একদিন রামদিন শুষ্ক, নত-মুখ,
শিক্ষকেরে কহে, “আজ বাবার অসুখ;

হ’য়েছেন শয্যাগত ভয়ঙ্কর জ্বরে,
যেতে হবে বৈদ্য-বাটী ঔষধের তরে।

এমন সময় কোন গুরুতর কাজে,
পিতা তার উপনীত পাঠশালা-মাঝে।

হেরি, ক্রোধভরে কাঁপে গুরুমহাশয়,
রামের গুণের কথা কহে সমুদয়।
গুণধর পুত্র, পিতা ডেকে লন কাছে,
রাম ভাবে, “হায় আজ অদৃষ্টে কি আছে!”

বেত্রগাছি দিয়া পিতা শিক্ষকের হাতে,
বলেন, “মারুন ওরে, আমার সাক্ষাতে।”
পৃষ্ঠে বেত পড়ে রাম কাঁদে ‘ভেউ ভেউ’
চীৎকার করিছে, ‘আহা’ বলে না তো কেউ।

সমাপাঠিগণ ‘মিথ্যাবাদী’ ব’লে হাসে
কান ধ’রে উঠায় বসায় রামদাসে।
অবশেষে মাথায় গাধার টুপি দিয়া,
পাঠশালে প্রতি ঘরে আনে ঘুরাইয়া।

BANGLADARSHAN.COM

আধমরা রামদাস লাজে, অপমানে,
বদন তুলিয়া নাহি চাহে কারো পানে।
পিতা বলে কাছে এসে, কান ধ’রে নিজে,
বল্, “আর এ জীবনে কহিব না মিছে!”

রামদাস বলে কেঁদে, “করহ মার্জনা,
এ জীবনে আর কভু মিথ্যা কহিব না।”
সেই দিন হ’তে রাম পাঠে দিল মান,
মিথ্যা কথা কহিত না আর ভ্রমেও কখন।

ঠাকুরদাদা ও নাতি

প্রবল প্রতাপ রাজা ছত্রধর রায়,
ছিল না দয়ার লেশ,
কৃপণের একশেষ,
কেঁদে মরে দুখী প্রজা, বিচার না পায়।

গিরি-উচ্চ অট্টালিকা, শত পুষ্পোদ্যান;
সুনির্মল সরোবর,
শোভিতেছে মনোহর,
চতুর্দিকে স্তরে স্তরে প্রস্তর সোপান।

নৃপতির বৃদ্ধ পিতা হতভাগ্য অতি;
রাজার প্রাসাদে তার
নাহি ছিল অধিকার,
কুটীরে সরসী-তীরে, করিত বসতি।

BANGLADARSHAN.COM

রাজ্য পেয়ে, রাজা তারে করে নির্বাসিত।
একটি প্রস্তর পাত্র
তারে দিয়াছিল মাত্র,
সেই এক বাটি চা'ল রোজ তারে দিত।

পেট না ভরিত, বৃদ্ধ কাঁদিত প্রত্যহ:
নীরবে, নীর্জনে, একা,
ভাবিত, বিধির লেখা,
কহিত না কারে কাছে যাতনা দুঃসহ।

রাজার কুমার ছিল নবম-বর্ষীয়,
মাঝে মাঝে সে কুটীরে
আসিয়া বসিত ধীরে,
সুন্দর, তেজস্বী শিশু, পিতামহ-প্রিয়।

বসিয়া বৃদ্ধের কোলে, একদা কুমার
জিজ্ঞাসিল-সকৌতুকে,

“বল দাদা, কোন্ দুখে
কুঁড়েঘরে থাক? কেন এ দশা তোমার?

তুমি তো পিতার পিতা, শুনি সবে কয়;
সুন্দর দালানে, খাটে,
আমাদের রাত কাটে,
তোমার ও ছেঁড়া কাঁথা শুয়ে ঘুম হয়?

দই, দুধ, ক্ষীর, ছানা, মিষ্টান্ন, মিঠাই,
মোরা খাই পেট ভ’রে,
কি হেতু তোনার তরে
আসে না সে সব? দাদা, কহ মোর ঠাঁই।”

বৃদ্ধের নয়ন-জল নাহি মানে বাঁধ,
বালকেরে ধরি’ বুকে,
চুমো খায় কচি মুখে,
বলে, “রে দয়াল শিশু! করি আশীর্বাদ।

BANGLADARSHAN.COM

আমার দুঃখের কথা শুধায়ো না, ভাই,
নিরদয় পিতা তোর,
এ দশা ক’রেছে মোর,
একদিন পেট ভ’রে খাইতে না পাই।

এই পাথরের বাটি দিয়েছে আমায়,
রোজ এই বাটি ভ’রে,
মেপে আধ পোয়া ক’রে,
চা’ল দেয়, তাতে কি পেটের ক্ষুধা যায়!

কত পাপ করেছিনু, তারি শাস্তি পাই,
হইয়া রাজার বাপ,
হায়! এত মনস্তাপ,
ভাবি, এত লোক মরে, মোর মৃত্যু নাই?”

শুনিয়া বালক-চিত্ত গলিল দয়ায়;
বৃদ্ধেরে ধরিয়া গলে,

ভাসে নয়নের জলে,
বলে, “দাদা, তোর দুঃখ দেখা নাহি যায়।

আমি ঘুচাইব তোর সকল বেদনা;
কুঁড়ে তোর ঘুচে যাবে,
পেট ভরে ভাত পাবে,
কথা রাখ, দাদা, আর কখনো কেঁদ না।

আমি আর পিতা আজ সন্ধ্যার সময়,
এই পুকুরের তীরে,
বেড়াইব ধীরে ধীরে,
বাঁধা ঘাটে তোর সনে দেখা যেন হয়।

পাথরের বাটি হাতে, ব’সে থেকো তথা;
হঠাৎ মোদের দেখে,
ফেলে দিও হাত থেকে,
বাটি যেন ভেঙে যান, রেখো মোর কথা।”

BANGLADARSHAN.COM

বৃদ্ধ বলে, “শিশুবুদ্ধি কত হবে আর!
আমি যদি ভাঙ্গি বাটি,
নিশ্চয় এ মুণ্ড কাটি,
ফেলিবে পুকুরে, তোর পিতা দুরাচার।”

শিশু কহে, “না, না, দাদা, কিছু ভয় নাই;
কিছু না বলিবে কেহ,
হও তুমি নিঃসন্দেহ,
পায়ে ধরি, বালকের কথা রাখ ভাই!”–

বলিয়া বালক ত্বরা প্রবেশে প্রাসাদে
বৃদ্ধ ভাবে, “এ কি দায়,
শিশুর বুদ্ধিতে হায়,
না জানি কি পড়িব কোন্ দারুণ প্রমাদে।”

বহু চিন্তা করি’, শেষে স্থির করে মন,
সন্ধ্যায় সোপানোপরি,

বসে ইষ্টদেবে স্মরি’,
হাতে পাথরের বাটি, মনে দৃঢ় পণ।

ভ্রমিতেছে পিতা পুত্র, আনন্দ অপার
যেমন এসেছে কাছে
আর কি বিলম্ব আছে?
ফেলে দিল বাটি, ভেঙ্গে হ’ল চুরমার।

হেরি’ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হ’ল ছত্রধর;
বলে, “জুড়ে দে রে বাটি,
নতুবা মারিব লাঠি,
পাজি, হতভাগা,—নাই মরণের ডর?

ভেবেছিস্ ওই বাটি ভাঙা যদি যায়,
বড় বাটি জুটে যাবে,
পেট ভ’রে ভাত খাবে?
ভাল চা’স্, ভাঙা বাটি জুড়ে নিয়ে আয়।”

BANGLADARSHAN.COM

হা নিষ্ঠুর কর্মফল! হায় রে কপাল!
শুনি’ যার অনুরোধ,
ছিল না কর্তব্য-বোধ,
সে শিশুও মারিবারে ধায়, পাড়ে গাল!

রোষে শিশু কহে, “বুড়ো, বাটি জুড়ে আন্;
কাঁদিলে কি হবে আর?
জানিস্ ও বাটি কার?
নিমক্‌হারাম, পাজি, ধূর্ত, শয়তান।

বুঝিস্‌নি করেছিস্ কত বড় ক্ষতি;
বৃদ্ধ হলে মোর বাপ,
কি দিয়ে হইবে মাপ
তার আহারের চা’ল; পাষণ্ড, দুর্মতি।

তোর মত তাকেও তো রাখিব কুটীরে
এ বাটিমাপা চা’ল,

সেও পাবে চিরকাল,
তুই কেন ভেঙ্গে দিলি সেই বাটিটিরে?”

শুনি’ শিহরিল দেহ, পাষণ্ড রাজার;–
বালক বুঝেছে তথ্য,
নির্ভীক, বলেছে সত্য,
বার্ধক্যে আমিও পাব এই ব্যবহার।’

সেই দিন হ’তে রাজ-অট্টালিকা ’পরে
হইল বৃদ্ধের স্থান,
কত সমাদর, মান,
শিশু কোলে লয়ে, বৃদ্ধ ডাকেন ঈশ্বরে;
বিমল আনন্দ অশ্রু ঝর ঝর ঝরে!

BANGLADARSHAN.COM

রাম ও ভূতো

মিথ্যাবাদী ভূতনাথ, সত্যবাদী রাম
দুই ভাই বসতি করিত বেদগ্রাম।
দু'জনা প্রবেশি' এক মালির বাগানে,
রাত্রিকালে পাকা আম চুরি ক'রে আনে।

প্রাতে টের পেয়ে পিতা, ডাকি' দু'জনায়,
জিজ্ঞাসেন, "পাকা আম, পাইলি কোথায়?"
ভূতো বলে, "কোথা হ'তে আনিয়াছে রাম,
আমি নাহি জানি, প্রাতে দেখিতেছি আম।"

রাম বলে, "দু'জনা মালীর গাছে চ'ড়ে,
চুপে চুপে রাত্রিতে এনেছি চুরি করে।"
পিতা কন, "রাম, তুমি করেছ স্বীকার;
সাবধান, হেন কাজ করিও না আর!

BANGLADARSHAN.COM

চুরির মতন আর নীচ কর্ম নাই;
আর যেন হেন কথা শুনিতে নাই পাই!"
ভূতোরে বলেন রেগে, "অতি দুষ্ট তুই,
"চুরি আর 'মিথ্যে' তোর অপরাধ দুই।

প্রহারটা রামের উপর দিয়া যাক্,
এই ভেবে, সত্য কথা বলা দূরে থাক্,
নিজে বাঁচিবার তরে, রামে অপরাধী
করেছিস্ হতভাগা, চোর, মিথ্যাবাদী!"–

'ভেউ ভেউ' কাঁদে ভূতো, বহে অশ্রুধার।
অবশেষে আমগুলি কাপড়ে বাঁধিয়া,
ভূতোর মাথায় তুলি', দেন পাঠাইয়া।
আম পেয়ে মালী বলে, "ভদ্রের সন্তান,
তোমরা করিলে চুরি থাকে কি সম্মান?"

পুরন্দর ও বেচারাম

আহম্মদগঞ্জ এর প্রশস্ত বন্দর,
তথায় দোকান করে সাহা পুরন্দর।

কিছুমাত্র মূলধন ছিল না তাহার;
কেবল সততা মাত্র সম্বল সাহার।
ছিল সে কর্তব্যনিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ,
ধারে তারে টাকা দিত, যত মহাজন।

বাকী ক'রে ধান চা'ল কিনিয়া বেচিত,
চৈত্র মাসে সব টাকা শোধ ক'রে দিত।
কলিকাতা নগরীতে ব্যবসায়িগণ,
পুরন্দরে অবিশ্বাস করে না কখন।

সুখে ও সম্মানে দিন কাটে পুরন্দর,
ব্যবসায়ে লাভ তার হইত বিস্তর।
বেচারাম নামে ছিল গঞ্জের দালাল,
মিষ্ট মুখ, প্রাণে বিষ, সুন্দর মাকাল।

BANGLADARSHAN.COM

দালালী করিয়া দুষ্ট হয়েছিল ধনী;
ঘোর প্রবঞ্চক সেই শঠ-শিরোমণি।
একদিন বেচারাম কহে পুরন্দরে,
"তোমার সমান মূর্খ নাহি এ বন্দরে।

তুমি চলে যেতে চাও সততার বলে,
সত্য মিথ্যা না হ'লে কি কারবার চলে?
বিশেষতঃ তোমার নাহিক মূলধন,
ধার করে চালাইবে সমস্ত জীবন?

মূলধন বিনা বন্ধু হয় না উন্নতি,
কি করিবে, একবার হয় যদি ক্ষতি?
কি দিয়ে করিবে শোধ বাজারের ঋণ?–
একথা! কি ভাবিয়াছ ভ্রমে কোন দিন?

সুখে সুখী সবে, দুখে বলে নাক' 'আহা।'
আমার বচন শুন, পুরন্দর সাহা!
এইবার চৈত্রে সব হিসাব মিটায়ে,
বর্তমান কারবার দাও হে উঠায়ে।

বৈশাখের মাঝে গিয়া কলিকাতাধাম,
বাকী ক'রে তুলো আন, লক্ষ টাকা দাম।
তুলোর ব্যাপারী মাড়োয়ারী চাঁদমল,
তোমার উপরে তার বিশ্বাস অটল।

বাকীতে তোমারে তুলো দিবে সে নিশ্চয়;
এখানে গুদামে আনি' করহ বিক্রয়।
আশী হাজারের তুলো বেচা হয়ে গেলে,
রাত্রিযোগে গুদামে আগুন দাও জ্বেলে।

কুড়ি হাজারের তুলো যাইবে পুড়িয়া
বেশ করে বসে থাক, পাগল সাজিয়া।
যে যাহা জিজ্ঞাসা করে যখন তোমারে,
কেঁদে, হাত নেড়ে, শুধু 'ভুঃ' বলিবে তারে।

BANGLADARSHAN.COM

সম্বাদ পাইয়া, ব্যস্ত হয়ে মাড়োয়ারী,
কলিকাতা হইতে আসিবে তাড়াতাড়ি
জিজ্ঞাসিবে, 'কি হয়েছে? কেমনে হইল?
তুলোর গুদামে কবে, কে, আগুন দিল?

এইরূপে চাদমল যত প্রশ্ন করে,
হাত নেড়ে 'ভুঃ' বলিবে ক্রন্দনের স্বরে।
সকল প্রশ্নের ওই একই উত্তর,
পাগলের মত ভঙ্গী, পাগলের স্বর।

উন্মাদ হয়েছ দেখে, হতাশ হইয়া,
মনোদুঃখে চাঁদমল যাইবে ফিরিয়া।
তারপর কর কিছু তৈল ব্যবহার,
রোগ শান্তি হবে, মাথা হবে পরিষ্কার।

আমি এসে দেখা দিব রাত্রিতে, গোপনে,
নির্জনে বসিয়া যুক্তি করিব দু'জনে।
তুলো বিক্রয়ের টাকা, সে আশী হাজার,
আধেক লইও তুমি, আধেক আমার।

এইরূপে প্রচুর হইবে মূলধন,
স্বাধীন হইয়া দাও ব্যবসায়ে মন।
বান্ধবের হিত-বাক্য ঠেল যদি পায়,
এ জনমে ঘুচিবে না কভু ঋণ-দায়।"

পাপ প্রলোভনে পড়ি সাধু পুরন্দর,
অতিশয় বিচলিত হইল অন্তর।
বহু চিন্তা করি' শেষে কহে, "বেচারাম!
চিরদিন-তরে, ভাই, হারাব সুনাম।

তিলার্থ বিশ্বাস আর কেহ না করিবে,"
বেচারাম কহে, "লোকে কেমনে ধরিবে?
সব তুলো পুড়ে নাই, বুঝিবে কেমনে?
অথচ বিস্তর লাভ হইবে গোপনে।"

উত্তরিল পুরন্দর চিন্তি' বহুক্ষণ,
"আজ বড় অস্থির হয়েছে মোর মন।
কাল তুমি এস, দিব ইহার উত্তর"
"বেশ" ব'লে বেচারাম উঠিল সত্বর।

পুরন্দর সারা রাত্রি কাটে অনিদ্রায়।
কি করিলে ভাল হয়, বুঝে উঠা দায়।
পাপ-অর্থলোভ আর বিবেক প্রখর,
মনোমধ্যে আরম্ভিল বিষম সমর।

পরিশেষে সুন্দর দৃঢ় করে মন,
পরদিন বেচারাম দিল দরশন।
পুরন্দর কহে, "ভাই, পারিব না আমি।
টাকা হতে যশ মোর ঢের বেশি দামী।"

BANGLADARSHAN.COM

প্রবঞ্চক পুনঃ পুনঃ ফেলে পাপ-জাল;
এইরূপে কেটে গেল দুই মাস কাল।
দুর্জনে প্রলোভন অতি ভয়ঙ্কর!
বিলম্বে পড়িল জালে সাধু পুরন্দর।

প্রস্তাব করিবা মাত্র, চাঁদমল তারে,
লক্ষ টাকা মূল্য লিখি', তুলো দিল ধারে।
বিধিমতে পালিল শঠের উপদেশ;
না রহিল দ্বিধা, কিম্বা অনুতাপ লেশ।

অবশেষে পাগল সাজিল পুরন্দর,
সকল প্রশ্নের এক "ভুঃ" মাত্র উত্তর।
অগ্নি-নির্বাণের ছলে শূন্যে দেয় ফুঁ।
যে যাহা জিজ্ঞাসা কয়ে, শুধু কয় "ভুঃ।"

কহিতে লাগিল সবে, "হায় কর্মফল!
এমন সজ্জন সাধু হইল পাগল।"
চাঁদমল পায় যবে দারুণ সংবাদ,
হইল তাহার শিরে অশনি-সম্পাত।

আহম্মদগঞ্জে আসি' নামে তাড়াতাড়ি।
পুরন্দর-বাসে উপনীত মাড়োয়ারী।
বলে, "ভাই পুরন্দর, কেমনে কি হ'ল?
সব তুলো পুড়ে গেছে? শীঘ্র খুলে বল"

অর্ধ-ক্রন্দনের স্বরে, পাগলের মত,
পুরন্দর হাত মুখ নেড়ে অবিরত,
শুধু বলে "ভুঃ" সব কথার উত্তর;
ফিরে গেল চাঁদমল শিরে "হানি" কর।

একদিন রাত্রিযোগে বেচারাম এসে,
"চল্লিশ হাজার মোর দাও," বলে হেসে;
"আর কোন ভয় নাই, হয়ে গেছ ধনী,
আমার টাকাটি তাই, দাও মোরে গণি।"

BANGLADARSHAN.COM

হেসে পুরন্দর হ’ল পাগলের মত,
শঠের সম্মুখে হাত নাড়ে অবিরত,
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া শুধু “ভুঃ” “ভু” করে;
দালাল ব্যাকুল হয়ে ধরে পুরন্দরে;

বলে “ভাই, সে কি কথা? আমাকেও ‘ভুঃ’”
হেসে পুরন্দর সাহা শুধু কয়, ‘হুঁ’!

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM